কুয়াশা

প্রাপ্তমনস্ক ভয়ের গল্প

সম্পাদনা
কৃষ্ণজ্যোতি দেব,
সুলগ্না ব্যানার্জি এবং
হিমাদ্রীশেখর চক্রবর্তী

ব ই ব ন্ধু

Kuyasha

Collection of Adult Horror stories
Edited by Krishnajyoti Deb,
Sulagna Banerjee &
Himadrishekhar Chakraborty

© Boibondhu Publishers

ISBN: 978-81-962582-0-7

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৩

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিশার্স
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫

মুদ্রক : ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রিন্টিং হাউজ,
৮ গোপাল বোস লেন, কলকাতা

মূল্য : ₹ ৩৯৯/-

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উৎসর্গ

ভয়াল রসের স্রষ্টা শ্রদ্ধেয় ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে

সম্পাদকমণ্ডলীর কলমে

ভয় এমন এক আবেগ যা মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বিশেষভাবে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভয়ের গল্প চিরকাল পছন্দের তালিকায় থেকে এসেছে। আট থেকে আশি, ভূতের গল্প ভালোবাসি। এই ট্যাগলাইনের সত্যতার কথা আলাদা করে পাঠকমহলে বলার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। ভূতে ভয় থাকুক বা না-থাকুক, ভূতের গল্পের বই পড়তে সব্বাই ভালোবাসে। এইবারে আমাদের নিবেদনে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের জন্য রইল কুড়িটি প্রাপ্তমনস্ক ভয়ের গল্প এবং একটি প্রবন্ধের একখানি অন্যরকম ভয়ের সংকলন। এই সংকলনে আমরা একদিকে যেমন পাশে পেয়েছি এই সময়ের অন্যতম সুপরিচিত সাহিত্যিকদের তেমনিই এই বইতে রয়েছেন উদীয়মান বেশ কয়েকজন কলমচি তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টি নিয়ে।

বইটির পাতা ধরে হেঁটে গেলে আপনি কখনও আঁতকে উঠবেন ভয়ে আবার কখনও অজান্তেই শরীরে খেলে যাবে মৃদু শিহরন। কোথাও পাবেন গ্রাম-বাংলার সন্ধে তো কোথাও পাবেন কর্পোরেট দুনিয়ার আলো ঝলমলে অফিসের মধ্যেই ভয়ের উৎস। তাই আর দেরি না-করে নানারকম রোমহর্ষক ভয়ের গল্প পড়তে চাইলে হাতে তুলে নিন “কুয়াশা”।

আপনার ভয়যাত্রা সফল হোক কুয়াশার হাত ধরে।

নমস্কারান্তে,

কৃষ্ণজ্যোতি দেব, সুলগ্না ব্যানার্জি এবং হিমাদ্রীশেখর চক্রবর্তী।

সূচিপত্র

শঙ্কর চ্যাটার্জি	১১	আঁধারের ডাক
সাগরিকা রায়	২৩	চন্দ্রলোক
শুভব্রত বসু	৩১	ট্রান্সফরমেশন
মধুমিতা সেনগুপ্ত	৪১	নিঃসঙ্গ রাত
সৌরভ চক্রবর্তী	৫৭	পার্লারের সেই রাত
কৌশিক সামন্ত	৬৮	বইমেলায় কেন বউকে নিয়ে যেতে নেই
সপ্তর্ষি নারায়ণ বিশ্বাস	৭৫	দেবী বজ্রগান্ধারীর অভিশাপ
অভিজিৎ পাঁজা	৮৯	হাইওয়ে
প্রদীপ্তা রায় চৌধুরী সেন	১০০	কন্যে কেশবতী
ঐষিক মজুমদার	১০৮	সোয়েটার
দীপ্তেন্দু ঘোষ	১১৯	আলিগ্রামের শ্মশানে
অন্তরা বিশ্বাস	১৩২	কৈলাশপুরে কে!
বাপ্পাদিত্য দাস	১৪১	কোনদিন আসিবেন বন্ধু!
লুৎফুল কায়সার	১৫৫	পিশাচ
রিয়া ভট্টাচার্য	১৬৭	বাড়ি
দিয়া দে	১৭৪	ডেমনভিলা
হীমবন্ত দত্ত	১৮৪	ত্বৈ নী লটোলি
অভিষেক	১৯৭	সূর্য ডোবার পর
হিমাদ্রিশেখর চক্রবর্তী	২১৫	অভিশাপ
কৃষ্ণজ্যোতি দেব	২৩৮	সেবার কার্শিয়াঙে
সুলগ্না ব্যানার্জি	২৫১	ভ্যাম্পায়ার (প্রবন্ধ)

আঁধারের ডাক

শঙ্কর চ্যাটার্জী

১

মন্দারমনির সমুদ্রের ধারে টিনা ছোট্ট বিকিনি টাইপের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের চেয়ারে বসে প্রীতম এক মনে টিনার শরীরটা জরিপ করে চলেছে। প্রীতমের সুঠাম ফর্সা শরীরে লাল স্যান্ডো টাইপের গেঞ্জি ও কালো বারমুডা। চোখে আধুনিক রোদ-চশমা। বাম হাতের দুই আঙুলে আটকানো জ্বলন্ত ক্লাসিক সিগারেটের থেকে হালকা নীলাভ ধোঁয়া সাগরের বাতাসে মিশছে। কলকাতার বুকে বাবার রেখে যাওয়া বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী একত্রিশ বছরের তরুণ সৌভিক সান্যাল। (এখনও তরুণ বলে ও নিজেকে মনে করে)। বয়সকে ও বাড়তে দিতে চায় না। সেইজন্যে জিম, স্পা, ব্যায়াম ওর জীবনের রুটিনের মধ্যে। এই সূত্র ধরেই আটাশ বছরের তন্বী টিনার সঙ্গে পরিচয় হয় তার। টিনা আভিজাত্যপূর্ণ এক হোটেলে স্পা বিভাগে কর্মরতা।

এর আগেও সৌভিক অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু টিনার কোমল হাতের স্পর্শ ওর মনে ঝড় তুলে দেয়। সারা দেহের রক্ত উত্তেজনায় গরম হয়ে ওঠে। টিনার মুখশ্রী অত্যন্ত সাদামাটা। শ্যামবর্ণা শরীর। এরকম মুখের মেয়ে হাটেবাজারে সর্বত্র দেখা যায়। সৌভিক মজেছে টিনার আবেদনময়ী গোপন অঙ্গগুলোর জন্যে! যেকোনো পুরুষের মনে টিনা কয়েক মিনিটে যৌনচেতনা

জাগ্রত করে তুলতে পারে।

সৌভিকও টিনার উগ্র যৌবনের আকর্ষণে ইতিমধ্যে একগাদা টাকা ওর পায়ে ঢেলে দিয়েছে। এই নিয়ে অনেকবার মন্দারমনির রূপসি বাংলা সমুদ্রের ধারে নির্জন এই হোটেলটায় এসেছে শুধুমাত্র টিনার দেহের যৌবন-সুধা পান করতে। টাকার জন্যে তার দুঃখ নেই। কারণ এ তার কষ্টোপার্জিত টাকা নয়। তবে বিভিন্ন দামি দামি উপহার আর অর্থের পরিবর্তে টিনা তাকে উপচে-পরা যৌনসুখ, আর ভালোবাসা দিয়েছে। টিনাও মনে মনে চায় সৌভিককে স্বামী হিসেবে কাছে পেতে।

হোটেলের নিজস্ব বিচে ভিড় খুবই কম। এখন শুধু টিনা ছাড়া আশেপাশে কেউ নেই। সৌভিক সিগারেটে জমে থাকা লম্বা ছাইটা আঙুলের স্বচ্ছন্দ টোকায় ফেলে দিয়ে হালকা টান দিল। সমুদ্রের হাঁটু জলের কাছে মৎস্যকন্যার মতো দাঁড়িয়ে থাকা টিনার শরীরটা ওকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে থাকে। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেই ভোর রাতে হোটেলের নরম বিছানাতে দুজনে কী-না করেছে! শেষে এক পেট দুধ গিলে তৃপ্ত বিড়াল এর মতো মুখ করে সৌভিক ওকে ছেড়ে ওয়াশ রুমে গেছে। ওয়াশ রুমে দাঁড়িয়ে সৌভিক ভাবতে থাকে, কোনারকের মন্দিরের গায়ে আঁকা ভাস্কর্যের মতো টিনার এই সুন্দর শরীরটা আর কিছুদিন পরে ভুলে যেতে হবে।

কেননা বাবা মাথার ওপর না-থাকলেও, মা জীবিত আছে। ব্যাবসা, সম্পত্তির বেশ অনেকটা অংশ মায়ের নামে। তাই মাকে অগ্রাহ্য করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই মায়ের একান্ত ইচ্ছে, হরিপ্রকাশ চৌধুরীর একমাত্র গোলুমুলু, মাথমোটা, বেঁটে, থপথপে মেয়েটাকে ঘরের বউ করে আনা। কেননা হরিপ্রকাশ এর প্রোমোটারির কোটি কোটি টাকার ব্যাবসা। যার ভবিষ্যতের মালকিন ওই মা-হারা বাপের আদুরি মেয়ে সুচরিতা। মেয়েটার পাঁচ-পো রুপোর ঘটির মতো মুখটা সৌভিকের মনে পড়তে— মুখ দিয়ে এক দলা থুথু বেরিয়ে এল। ওই সাদা জলহস্তির মতো দেখতে সুচরিতার নগ্ন দেহটা কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, ওর দেহের যৌন উত্তেজনাটা নিমেষে মিলিয়ে গেল।

ছোটো হয়ে আসা জ্বলন্ত সিগারেটের ছোঁয়ায় সে চমকে উঠল। সিগারেটটা

ছুড়ে ফেলে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। রৌদ্রের তেজ বেশ বেড়ে গেছে। টিনার দিকে চোখ পড়তে দেখল— সে ভিজে বিকিনি পরে সমুদ্রের জল ছেড়ে উঠে আসছে। সৈকতের মাথায় সুচরিতার চিন্তাটা পাক খাচ্ছে। কীভাবে মায়ের পছন্দের ওই আপদটাকে ঘাড়ে না-নেওয়া যায়? ওকে বিয়ে করা মানে— যেচে ফাঁসির দড়ি গলায় নেওয়া।

'কী ব্যাপার হিরো, এই সাত সকালে কার চিন্তায় মগ্ন?' সুরেলা কণ্ঠে বলে ওঠে টিনা। সৌভিক দেখে ইতিমধ্যে টিনা ওর কাছাকাছি কখন চলে এসেছে। টিনার উঁচু বুক দুটো হোটেলে বেড়াতে আসা কয়েকজন ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তারা লোলুপ চোখে টিনার দেহটাকে যেন চাটছে। সৌভিক চেয়ারের হাতল থেকে সাদা টাওয়েলটা নিয়ে ওর গায়ে জড়িয়ে দেয়। তারপর ওরা রুমের দিকে এগিয়ে যায়। সৌভিকের প্রতি এই মনোভাবটা টিনার খুব ভালো লাগল। কতটা কেয়ারই-না থাকলে, ভালোবাসার পাত্রীকে সবাইয়ের ঘৃণ্য দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করে। ওয়াশ রুম থেকে বেরিয়ে সৌভিকের গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে কণ্ঠে ফিসফিস করে টিনা বলে ওঠে।

'এবারে আমার শরীরটাকে কিছু মাসের জন্যে বিশ্রাম দিতে হবে তোমাকে। কেননা আমাদের সন্তান আসতে চলেছে।' কথাটা সৌভিকের কানে যেন গরম সিসে ঢেলে দিল।— টিনা কি ইয়ার্কি করছে তার সঙ্গে? কিন্তু ওর মুখ দেখে সেকথা মনে হচ্ছে না! এবারে সৌভিকের চোখে নিজের মায়ের কঠিন মুখটা ভেসে ওঠে। মা, কখনোই হোটেলের পার্লারে কাজ করা সাদামাটা একটা মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নেবে না। আর মায়ের অমতে এগোনো মানে, বিশাল সম্পত্তির অর্ধেক হাতছাড়া।

টিনা সৌভিকের মুখে কালো চিন্তার ছাপ দেখতে পেয়ে বলে উঠল। 'কথাটা মনে হয় তোমায় চিন্তায় ফেলে দিল?' কোনোরকমে মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তুলে সে বলল।

'আমি ভাবছি— এত প্রোটেকশন নিয়েও এটা কীভাবে সম্ভব হল?' টিনা হেসে ওর গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে বলল।

'সেই সময় আমরা দুজনেই এত উত্তেজিত থাকি, ভুল হতেই পারে।

কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।' সৌভিক অনেকদিন পর ভগবানকে মনে মনে ডাকল— হে, ঈশ্বর— টিনার পেটে যেন বাচ্চা না আসে!

তারপর কথাবার্তা তেমন জমল না। টিনাও একসময় চুপ করে গেল। ফেরার পথে সৌভিক এক মনে ড্রাইভ করে চললো...।

২

কলকাতায় ফিরে ডাক্তার রিপোর্টে পজিটিভ এল। সৌভিকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ও টিনাকে বাচ্চা নষ্ট করে ফেলতে বলল। ও জানত যুক্তি দিয়ে বোঝালে টিনাও বুঝবে। কারণ এত তাড়াতাড়ি কেউই মা হতে চাইবে না। কিন্তু ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হল।

টিনা পরিষ্কার গলায় বলে দিল। 'আমি বেবি নষ্ট করব না। তুমি বরং তোমার বাড়িতে জানাও। যাতে আমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রি খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায়।'

সৌভিক ভাবতে পারেনি এভাবে বিপদ আসবে...। কেননা একটু সময় কাটানো আর ফুর্তির জন্যেই টিনার সঙ্গে ও মিশেছিল। যেমন এর আগেও কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল; এভাবে গাড্ডায় পড়বে চিন্তা করতে পারেনি। একটা চাপা রাগ মনে দানা বাঁধতে থাকে। আরও একবার ও অনুরোধ করলো টিনাকে। যাতে ও অ্যাবরশন করে নেয়। কিন্তু লাভ হল না। এরপরেই সৌভিকের রাগটা আর চাপা থাকল না।

'তুমি ভাবছ কী করে, তোমার মতো এক সাধারণ ঘরের মেয়েকে, মা বউ করে আমাদের ওই প্রাসাদের মতো বাড়িতে তুলবে? সমাজে আমাদের একটা স্ট্যাটাস আছে।' টিনার মুখে কে যেন সজোরে একটা থাপ্পড় বসাল! মিনিট খানেক তার প্রেমিকের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে, ধীরে ধীরে সৌভিকের অফিস ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যেতেই সৌভিকের হুঁশ ফিরল। কথাগুলো বলে সে ঠিক করল না।

কারণ এখন টিনার কাছে তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দেবার মারণাস্ত্র আছে। ওর পেটে পালিত বাচ্চাটাই বিরাট প্রমাণ। টিনা যদি একবার মুখ খোলে, এক নিমেষে সৌভিকের আভিজাত্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে।

টেবিলের গ্লাস থেকে জল নিয়ে গলায় ঢালল সৌভিক। মনে পড়ে গেল একটা প্রবাদ বাক্য।— পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ। রাইট, টিনার সঙ্গে একটা ডিলের প্রয়োজন। দেখা যাক, কত টাকার বিনিময়ে সে ভ্রূণহত্যা করতে রাজি হয়! মাথাটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়। কিন্তু কাজে মন বসল না। সেই সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। ভেবেছিল টিনার ফোন, কিন্তু মায়ের ছবি স্ক্রিনে ভেসে উঠল।

'শোন, আজ হরিপ্রকাশবাবুকে আর সুচরিতাকে রাত্রে ডিনার করার জন্যে ইনভাইট করেছি। তুই ঠিক সময়ে বাড়িতে চলে আসবি। ওরা আজকেই বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা বলে যাবে।' ফোনটা ছেড়ে সৌভিক অফিস ঘরে পায়চারি করতে থাকে। চিন্তায় মাথাটা ভার ভার লাগছে। কয়েক মিনিট বাদে ও টিনার লাইনটা মেলায়। কিন্তু ও প্রান্ত থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠে ভেসে এল— সুইচড অফ! থাক, টিনার রাগটা কমুক, তারপর নিশ্চয়ই সে নিজেই সৌভিকের সঙ্গে কন্টাক্ট করবে। কারণ সমস্যাটা দুজনেরই।

... ডিনারের টেবিলে বসে বিয়ের কথায় সৌভিক নিমরাজি হল। তবে কয়েক মাস সময় চাইল। হরিপ্রকাশবাবু হেসে বলল। 'নো প্রব্লেম, আনুষ্ঠানিক বিয়েটা পরেই হবে। কিন্তু আগামী মাসে রেজিস্ট্রি হবে।' মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সৌভিক যেন থার্ড পার্সন। ওর মতামতের কোনো মূল্যই নেই এদের কাছে।

বিছানায় শুয়ে সৌভিক ঠিক করে নিল, কালকেই স্টার হোটেলে গিয়ে স্পা-তে টিনার সঙ্গে দেখা করে একটা ফয়সালা করে নেবে। সোজা কথায় রাজি না-হলে, ব্যাবসার খাতিরে অনেক বাঁকা পথ তারও জানা আছে। তবে, মায়ের কথায় বিয়েতে এগ্রি হলেও ওই ভ্যাবলা মার্কা বউয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া অসম্ভব...। পয়সা ফেললে টিনার মতো অনেক মেয়ে সে পেয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন হোটেলে গিয়ে শুনল— টিনা কাজে আসেনি। আরও একবার

রিং করল। একই কণ্ঠস্বর— সুইচড অফ! তিন-চার দিন একই রুটিন চলার পর সৌভিকের মন থেকে টিনার চিন্তা একটু আবছা হল। সৌভিকের স্ট্যাটাসের কথা ভেবেই হয়তো টিনা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। শুধু একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। কাজটা ছেড়ে দিল কেন টিনা? ওর সঙ্গে দেখা করবে না বলে? কিন্তু পেটের বাচ্চাটা যদি সত্যি ভূমিষ্ঠ হয়? টিনার পক্ষে তার বাবার পরিচয় সমাজে প্রমাণ-সহ দিতে এক মিনিটও সময় লাগবে না। ডি.এন.এ টেস্টের রিপোর্ট করলেই সৌভিক একগলা জলে পড়ে যাবে।... তাহলে উপায়? ঘুমটা চটকে গেল। এর একটা বিহিত রেজিস্ট্রি করার আগেই ওকে করতে হবে। বিছানা ছেড়ে উঠে তিন চার পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে বিছানায় ঘুম ঘুম-চোখে শুয়ে পড়ল।

হোটেল থেকেই টিনার বাড়ির ঠিকানা পেয়ে গেল। কসবা অঞ্চলে বাড়ি। আরও কয়েক দিন দেখে একদিন যেতে হবে। হোটেলের বেয়ারাটাকে বখশিশ দিয়ে বলে এল, টিনা কাজে যোগ দিলেই যেন তাকে সে জানায়।

শনিবার সন্ধে বেলা অফিস থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটে একটা বারে সৌভিক ঢুকল। এখানেও টিনাকে নিয়ে কয়েকবার ও এসেছে। চাইনিজ ডিশের জন্যে বিখ্যাত। স্প্রিং রোল আর দামি হুইস্কির অর্ডার দিল। সেই সময় কাচের দরজার দিকে চোখ পড়ল তার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টিনা... তার দিকেই তাকিয়ে আছে! চমকে ওঠে সৌভিক। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল। দেখল টিনার মুখে একরাশ ঘৃণা জেগে উঠেছে। পরক্ষণেই দরজা ঠেলে টিনা বাইরে বেরিয়ে গেল। সৌভিক তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়েও টিনাকে দেখতে পেল না। তার মানে ও তাকে ফলো করছে ওরই অজান্তে। টিনার যে একটা বিরাট উদ্দেশ্য আছে— বুঝতে অসুবিধে হল না! তখনি সে প্রতিজ্ঞা করল— কাল রবিবার সকালেই ওর বাড়ি গিয়ে এর একটা ফয়সালা করে আসবে।

বেলা দশটার মধ্যে সৌভিক নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেল। রাস্তার ধারে ঢাউস গাড়িটা রেখে টিনার বাড়ি যাবার গলিটা ধরল। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই রং-চটা একতলার বাড়িটার হদিশ পেয়ে গেল। ইস, এরকম বাড়িতে